দি রোজ ড্রেস্সেস লিঃ ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ ইসলাম ড্রেস্সেস লিঃ	**Bribery and Anti-Corruption Policy & Procedure** **ঘুষ এবং দূর্নীতি দমন নীতি ও পদ্ধতি**		
মোট পৃষ্ঠা - ০৩	কার্যকরের তারিখ ৩১.০১.২০১১	সর্বশেষ নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২৩	পরবর্তী নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২৪

পরিধিঃ উক্ত নীতিমালা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সকল কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিক সহ বোর্ড অব ডিরেক্টর এর অন্যান্য সদস্যের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই নীতিমালা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের জন্যও প্রযোজ্য।এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে ঘুষ ও দূর্নীতি দমন নীতিমালা সংক্রান্ত নীতিমালা হিসাবে এ নীতিমালাটি ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুষ ও দূর্নীতি দমন সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	২
২	উদ্দেশ্য	২
৩	পরিধি	২
৪	সংঙ্গা	২
৫	দুর্নীতি এবং ঘুষ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্য ঝুকিপূর্ণ এলাকা	২
৬	নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা	২
৭	নিরীক্ষা	৩
৮	অন্যান্য যৌথ নীতিমালার সাথে যোগসূত্র	৩
৯	শৃঙ্খলা	৩
১০	পুরস্কার	৩

অবদানকারী	নাম	পদবী	যোগাযোগের মাধ্যম
অনুমোদনকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
ইস্যুকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
কর্তৃপক্ষ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মনোয়ার সালেহিন, এনডিসি,পিএসসি(অব:)	নির্বাহী পরিচালক	monwar.salehin@islam-garments.com

যে সব নথীপত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনীসহ
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ সংশোধনীসহ
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
কারখানার ব্যবসায়িক আচারণ বিধি ও নৈতিকতা
সরবরাহকারীর নৈতিকতা বিধি

ভূমিকা ঃ

অত্র কারখানা সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও সহযোগী প্রতিনিধিগণ সর্বোচ্চ মানের নৈতিক আচরণ ও সততার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দূর্নীতি/উৎকোচ বিরোধী নীতিমালা মেনে চলার মাধ্যমে অত্র কারখানা বিশ্বের যে কোন স্থানে অত্র কারখানার কর্মকর্তা, সহযোগীদের মধ্যে পারস্পরিক যে কোন ধরনের অগ্রহণযোগ্য বা নৈতিকতা বিরুদ্ধ অর্থ লেনদেন তথা অর্থ মূল্য মানের দ্রব্য সামগ্রী লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে এই দূর্নীতি / উৎকোচ বিরোধী নীতিমালা, বাংলাদেশের জাতীয় আইন ও ব্যবসায়িক সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্নীতি বিরোধী নীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রণয়নকৃত।

উদ্দেশ্য ঃ

অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ সকল ঠিকাদার, অধীনস্থ এবং অন্যান্যদের সাথে ব্যবসায়ীক আইন, ধারা এবং নিয়মকানুন ও সর্বোচ্চ নমনীয় আচরণ বিধি মেনে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সেই সাথে আরো অঙ্গীকার করেন ব্যবসায়ীক আচরণ বিধিগুলো বাস্তবে কার্যকরি করার। নীতিমালাটি শুধুমাত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাগণের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরঞ্চ, সকল ব্যবসায়িক সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারসমূহের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য তাই উক্ত নীতিমালাটি দূর্নীতি দমন আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। এই নীতিমালা ব্যবসায়িক আচারণ বিধি ও নৈতিকতার পরিপূরক এবং কমপ্লায়েন্স এর জন্য গাইড লাইন সরবরাহ করবে। এই নীতিমালার জন্য কোন ঠিকাদার বা সরবরাহকারী যে কোন তৃতীয় পক্ষকে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মালামাল সরবরাহসহ অত্র কারখানা অন্যান্য সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শকারী বা উপ ঠিকাদার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। সেবার বিনিময়ে অত্র কারখানা থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য যে কোন তৃতীয় পক্ষ, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সরকারী সম্পর্কীত প্রতিষ্ঠান কে নিয়োগ দিতে পারেন।

পরিধি ঃ

এ নীতিমালাটি শুধুমাত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং ঠিকাদারসমূহ ,সকল ব্যবসায়িক সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ, অধীনস্থ এবং অন্যান্যদের জন্য প্রযোজ্য। এ নীতিমালাটি মেনে চলা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকার বদ্ধ।

সজ্ঞা ঃ

ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্য ন্যাস্ত ক্ষমতাকে অপব্যবহার করা ঘুষ হল একটি প্রস্তাব, নগদ লেনদেন, উপহার অথবা অতিরিক্ত কোন বিনোদন অথবা অতিরিক্ত কোন সুবিধা অর্জনের জন্য প্রভাব খাটিয়ে বিশ্বাস অর্জন করা। ঘুষ এবং দূর্নীতি বিভিন্ন আকার বা আঙ্গিকে হতে পারে। যেমন:

নগদ অর্থ প্রদান বা দাবি বা অনুরোধ জানানো, নকল চাকুরীর প্রলোভন অথবা পরামর্শ এবং সম্পর্ক, রাজনৈতিক অবদান, দাতব্য অবদান, সামাজিক সুবিধা অথবা উপহার, ভ্রমণ, আতীথেয়তা এবং খরচবহন করা

দুর্নীতি এবং ঘুষ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্য ঝুকিপূর্ণ এলাকা ঃ

অত্র কারখানায় কোন ক্ষেত্রেই ঘুষ গ্রহণ ও দূর্নীতি করা হয়না। তবে সম্ভাব্য দূর্নীতি ঘুষ গ্রহণের ঝুকিপূর্ন এলাকাসমূহ নিম্নে বর্নিত হলো যেমন; নিয়োগের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরন প্রদানের ক্ষেত্রে, মজুরী ও পদোন্নতীর ক্ষেত্রে, কাজের পরিস্থিতিতে, শৃংখলা/ অনুশাসনের ক্ষেত্রে ও চাকরির অবসানের/পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, দক্ষতা ও মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ইনসেন্টিভ প্রদানের ক্ষেত্রে,বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, ছুটি, অধিকাল কর্ম চিকিৎস্যা শারিরিক ও মানষিক অক্ষমতার ভিত্তিতে, মরনঘাতি ব্যাধি যেমন, এইচ আইভি, এইডস স্থিতির উপর ভিত্তি করে, গর্ভাবস্থায় / মাতৃত্বজনিত কারনে, বয়সের ভিত্তিতে, শ্রমিক সংগঠনের সদস্যতার ভিত্তিতে,জাতীয়তা বা বিদেশী অভিবাসিদের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিকতা, এবং ভাষাগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহকে অত্র কারখানায় দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহনের সম্ভাব্য ঝুকিপূর্ন এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ঃ

অত্র কারখানার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এবং প্রতিনিধিরা দৃঢ়ভাবে অনুমোদনবিহীন প্রস্তাব, লেনদেন, অথবা অঙ্গিকার বর্জন করে থাকে। **যেমন;** যে কোন লেনদেন অথবা মূল্যের বিনিময়ে লেনদেন, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তৃতীয় পক্ষকে অনুমোদন,

"অবৈধ লেনদেন কার্যক্রম"

অত্র কারখানার উন্নতির জন্য কোন দেশী-বিদেশী অথবা প্রাইভেট সেক্টরে অবৈধ লেনদেন করা হয় না। এই নীতিমালার শর্ত বাস্তবায়নের জন্য অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ আদর্শমান সম্পর্কীত প্রশিক্ষণ ও যাবতীয় লেনদেন বিস্তারিত সংরক্ষণ করে থাকেযেমন:

সরকারী ভিজিটরদের বিধিমত প্রতিশ্রুতি দেওয়া ,সরকারকে সরাসরি সাহায্য করা , নিরাপত্তার জন্য সরকারী আইন কে বাধ্যতামূলক করা।

সরকার দ্বারা নিযুক্ত তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি যাহারা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর পক্ষে সরকারের সাথে কার্যপরিচালনা করবে, সরকারী স্বত্তার সাথে চুক্তি, সরকারের জন্য খাদ্য, উপহার, বিনোদনের ব্যবস্থা, সরকারের বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দান করা, রাজনৈতিক অবদান ইত্যাদি।

নিরীক্ষা ঃ

এই নীতিমালায় অত্র কারখানার নিরীক্ষায় অপারেটিং ইউনিট ঠিকাদার দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রম ও গাইড লাইন দিয়ে থাকে। নিরীক্ষা সাধারনত অভ্যন্তরীন এবং বাহিরের তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। নিরীক্ষা ডকুমেন্টে কোম্পানির উন্নতির পরিকল্পনার জন্য অন্তর্ভূক্ত থাকে।

অন্যান্য যৌথ নীতিমালার সাথে যোগসূত্রঃ

অত্র কারখানার অন্যান্য নীতিমালা এবং যার মধ্যে ব্যবসায়িক আচরণ বিধি ও নৈতিকতা দ্বারা গঠিত নীতিমালার মাধ্যমে ঘুষ এবং দূর্নীতি দমন নীতিমালা দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও বিক্রেতা এবং সরবরাহকারীর আচারণ বিধিও এই নীতিমালা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

শৃঙ্খলা ঃ

যে কোন কর্মচারী দ্বারা এই নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ হলে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে। যে কোন কর্মচারী দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সত্বেও এই নীতিমালা ভঙ্গ হলে কারখানা কর্তৃপক্ষ রিপোর্টিং এর মাধ্যমে সম্ভাব্য নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ বলে বিবেচনা করবে। যদি কোন কর্মচারী দ্বারা তদন্ত বা অনুসন্ধানে পথভ্রষ্ঠ বা বাধা দেওয়া হয় সেটাও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের আওতায় পড়বে। এ সকল ব্যাপারে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কর্মকর্তাগণ **বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী অসদাচরন এবং দণ্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা হবে**। যে কোন তৃতীয় পক্ষ প্রতিনিধি এই নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ, পথভ্রষ্ঠ বা তদন্তে গাফিলতি করলে তাহলে তাদের সাথে চুক্তি পুনরায় মূল্যয়ন করা হবে বা চুক্তি হতে বাদ দেওয়া হইবে।

পুরস্কার ঃ

অত্র কারখানায় কর্মদক্ষতা ও কাজের গুনগতমান, আচরন ও উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিভাগ হতে সর্বোৎকৃষ্ট কর্মীকে মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরুস্কৃত করা হয়। এ ছাড়াও নিজস্ব কর্তব্যের পাশাপাশি ঘুষ ও দূর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিকে সনাক্ত করনে সহযোগীতা করলে উক্ত ব্যক্তিকে কারখানা কর্তৃক পুরুস্কৃত করা হবে।

M M S[illegible]LEHIN
Executive [illegible]
The Ros[illegible] Ltd.
Ja[illegible]gora, As[illegible]